এসএসসিতে অনুপস্থিতি ও সতর্কবার্তা

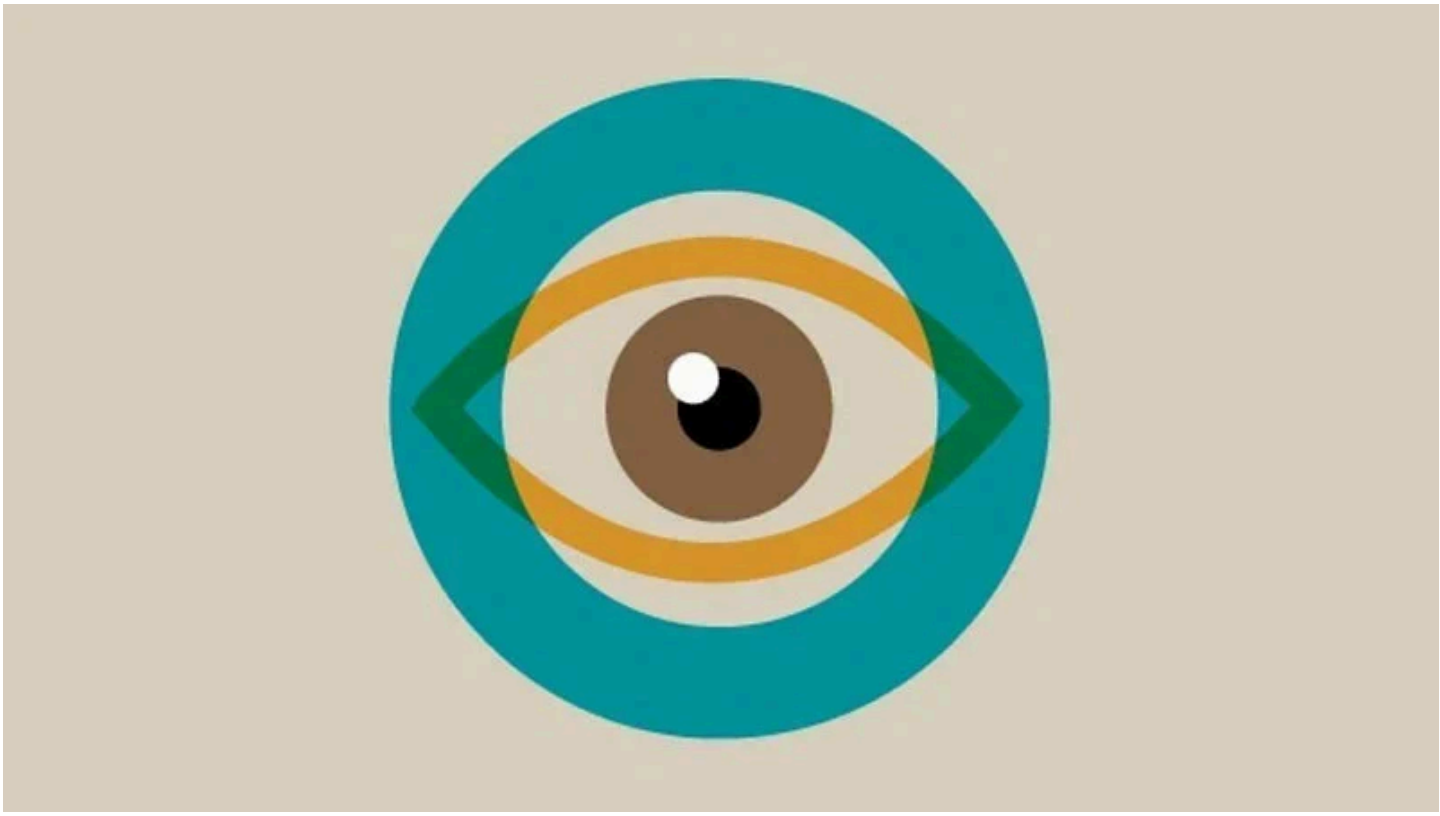

মো. শফিকুল ইসলাম

প্রকাশ: ৩০ এপ্রিল ২০২৬ | ০৭:১০

| প্রিন্ট সংস্করণ

- অ +

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুধু একটি পাবলিক পরীক্ষা নয়; এটি লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবনের প্রথম বড় আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন। এই পরীক্ষা ঘিরে পরিবারের আশা, শিক্ষকের পরিশ্রম এবং রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার সক্ষমতা যেন একসঙ্গে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। পরীক্ষার চতুর্থ দিনে মঙ্গলবার দেশজুড়ে ৪৯ পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের খবরকে নিছক একটি পরিসংখ্যান হিসেবে দেখার সুযোগ নেই, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রায় ৩২ হাজার পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিতি। এই দুই তথ্যই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতরের কিছু অস্বস্তিকর বাস্তবতা তুলে ধরে।

প্রথম দিনে যেখানে অনিয়মের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছিল ছয়জন, দ্বিতীয় দিন ছিল ১৯ আর চতুর্থ দিনে ৪৯। কেউ বলতে পারেন, এত বড় পরীক্ষায় এটি খুব বড় সংখ্যা নয়। কিন্তু প্রশ্নটি সংখ্যার নয়; প্রবণতার। পাবলিক পরীক্ষার হলে কেন এখনও অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা থাকবে? কেন একজন শিক্ষার্থী এমন ঝুঁকি নেবে, যার ফলে তার শিক্ষাজীবনেই দাগ পড়ে যেতে পারে?

বহিষ্কারের চেয়েও বড় উদ্বেগ হলো অনুপস্থিতি, যা প্রতিদিন বেড়েছে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার চতুর্থ দিন ৩২ হাজার শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়নি। এই সংখ্যার পেছনে আছে বহু গল্প। যেমন–অর্থনৈতিক সংকট, পারিবারিক সমস্যা, বাল্যবিয়ে, ঝরে পড়া, প্রস্তুতির ঘাটতি, মানসিক চাপ, পরীক্ষাভীতি ইত্যাদি। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, এত বড়সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতি আমাদের কাছে একটি জরুরি প্রশ্ন রাখে: পরীক্ষার ফরম পূরণের পরও এত শিক্ষার্থী কেন পরীক্ষায় বসতে পারছে না?

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে যে চাপ সৃষ্টি হয়, তা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের শেখার আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। পরীক্ষায় ভালো ফলই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। এই মনোভাব থেকেই কেউ কেউ শর্টকাট পদ্ধতি খোঁজে। কেউ ভেঙে পড়ে; কেউ পরীক্ষায় বসতেই সাহস পায় না। অথচ শিক্ষা হওয়া উচিত দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতার ভিত্তি গড়ার প্রক্রিয়া। সেখানে পরীক্ষার হলে অনিয়মের ঘটনা শুধু একজন শিক্ষার্থীর ব্যর্থতা নয়; এটি পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামগ্রিক সামাজিক সংস্কৃতির ব্যর্থতারও ইঙ্গিত দেয়।

বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আইন ও নিয়ম অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। পরীক্ষায় শৃঙ্খলা রক্ষায় আপসের সুযোগ নেই। কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের ভাবতে হবে, শাস্তি দিয়ে কি সমস্যার মূলে পৌঁছানো যায়? শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত মূল্যায়ন, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা, পরীক্ষার আগে মানসিক প্রস্তুতি এবং অভিভাবকদের সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। শুধু পরীক্ষার হলে নজরদারি বাড়িয়ে স্থায়ী সমাধান পাওয়া যাবে না।

অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও জরুরি অনুসন্ধান দরকার। বোর্ডভিত্তিক সংখ্যার পাশাপাশি জেলা, উপজেলা ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রকাশ করা হলে বোঝা যাবে কোন এলাকায় ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। কারণ বিশ্লেষণ করে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বড় সমস্যা হতে পারে। বিশেষ করে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষায় অনুপস্থিতির কারণ আলাদাভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। কারিগরি শিক্ষা দেশের কর্মসংস্থান ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিতি বা অনিয়মকে অবহেলা করা যাবে না।
প্রত্যেক অনুপস্থিত শিক্ষার্থী একটি সম্ভাবনার নাম। প্রত্যেক বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি সতর্ক সংকেত। তাদের কেবল পরিসংখ্যানের খাতায় রেখে দিলে আমরা মূল সমস্যা আড়াল করব।

এসএসসি পরীক্ষা আমাদের কাছে তাই শুধু শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন নয়; বরং এটি শিক্ষা ব্যবস্থার নৈতিকতা, অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তামূলক কাঠামোর পরীক্ষা। ৩২ হাজার পরীক্ষার্থীর অনুপস্থিতি কেবল সংখ্যা নয়; সতর্কবার্তা। এটি আমলে নিতেই হবে।

ড. মো. শফিকুল ইসলাম: সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ